যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থা ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বৎসরে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নিয়ে মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনায়। পশ্চিমি তরফে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মস্কোয় আসেন (অক্টোবর, ১৯৪৪) তাঁর প্রভাব মণ্ডল (Spheres of influence) বিষয়ক প্রস্তাব নিয়ে। উদ্দিষ্ট ভূখণ্ড অবশ্যই পূর্ব ইয়োরোপ। সেখানে প্রভাবের অনুপাতটি দেখানো হয় এইভাবে যাতে গ্রীসের ক্ষেত্রে পশ্চিমি প্রভাব প্রায় ষোল আনা, যুগোশ্লাভিয়ায় আধা-আধি এবং বাকি পোল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য জায়গায় সোভিয়েতের প্রায় সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। এ প্রস্তাবে স্তালিনের না ছিল সায়, না ছিল আপত্তি। কারণ এক অর্থে পূর্ব ইয়োরোপের আসন্ন রাজনৈতিক বাস্তবের অনেকটাই এতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে লন্ডনে অস্থায়ীভাবে নির্বাসিত সরকারের পুনর্বহাল নিয়ে চার্চিলের জেদ তিনি বরদাস্ত করেননি; কেননা সেখানে ইতোমধ্যেই মুক্তিফৌজের সঙ্গে সহযোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়েছিল যে লাবলিন (Lublin) কমিটি তার ওপরই পোল্যান্ডের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে। তাছাড়া ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনসংলগ্ন পোল্যান্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার পক্ষে যে অত্যন্ত জরুরি নাৎসী জার্মানি কর্তৃক প্যোল্যান্ড আক্রমণেই তা প্রমাণ হয়েছে। তারপর যখন রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, তখন মিত্রশক্তি হিসেবে পূর্ব ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের টালবাহানা পশ্চিমি যৌথ নিরাপত্তায় রাশিয়াকে সন্দিহান করে তোলে। বস্তুত বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রতিবিপ্লব ঘটানোর অপচেষ্টা থেকে শুরু করে হিটলারের জার্মানি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির দুমুখো নীতির অনুসরণ পর্যন্ত ঘটনা থেকে রুশ নেতৃত্বের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে পুঁজিবাদী শত্রুবেষ্টিত এই বিপন্ন অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া গতি নাই। সুতরাং পরবর্তীকালের যুদ্ধঘটিত সহযোগিতা সত্ত্বেও সদ্য অতীতের অবিশ্বাস মুছে যায়নি।

Scanned by CamScanner

এই অবিশ্বাসের বাতাবরণ অনেকটাই দূর হতে পারত যদি মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধোত্তর বিশ্বের মানচিত্রটি পুনর্নির্মিত হত। পূর্ব ইয়োরোপে রুশ স্বার্থ মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না, যদি রুশ তরফে পশ্চিমে আর অগ্রসর না হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেত। বস্তুত, পূর্ব ইয়োরোপের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি কোনো আগ্রহ না থাকারই কথা। ইয়াল্টা ত্রিশক্তি সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫) এই মনোভাব পরিস্ফুট হওয়ার পাশাপাশি একটিই শর্ত আরোপিত হয়েছিল যে, পোল্যান্ডসহ লালফৌজের দখলে থাকা দেশগুলিতে সর্বদলীয় অবাধ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বলাবাহুল্য, সেটি কার্যত মানা হয়নি। বরং জার্মানি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হয় যে Elbe নদীর পূর্বদিক বরাবর একটি অংশ থাকবে রুশ তত্ত্বাবধানে এবং পশ্চিম অংশে অন্য তিন মিত্র শক্তির হিফাজৎ চলবে স্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত।

Scanned by CamScanner